কোথায় পাবো তাঁরে

মোঃ মোরশেদ মোসলেম

এখন আর সেই দিন-তারিখ কিংবা সনটা মনে নেই। কবে কখন ঠিক কোন জায়গায় মানুষটিকে প্রথম দেখেছিলাম তা এখন আর স্মৃতি হাতড়িয়েও মনে করতে পারি না। তবে অনুমানে যতদূর মনে করতে পারি, সময়টা হবে স্বাধীনতাউত্তর '৭২/৭৩ সালের দিকে। তবে যে শহরে মানুষটিকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই শহরটার কথা কখনো ভুলি নি এবং তা কখনো ভোলারও নয়। সেটি ছিল খুলনা শহর আর আমি তখনো স্কুলের চৌহদ্দি পেরোতে পারি নি। কৈশোরের অসম্ভব সুন্দর ভাবনাহীন নানা রঙের একটা নিজস্ব

আব্দুর রহমান চিশতী (রহঃ)-এর মাজার (ইনসেটে আব্দুর রহমান চিশতী [রহঃ])

পৃথিবীর ভেতরে বসবাস ছিল তখন আমার।

কিন্তু হঠাৎ করেই কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হয়ে গেল। ভাবনাগুলো আর আগের মতো থাকলো না। আসলে ব্যাপারটা এরকম হয়েছিল— আমার এক বন্ধুর ভেতরে হঠাৎ করেই কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখলাম। ওর চলনে-বলনে, ওর ওঠা-বসায় একটা অচেনা ভাব পরিলক্ষিত হলো। ও অনেক বদলে গেল এবং তারপরেই ওর মুখেই প্রথম ঐ মানুষটার খবর পেলাম এবং একদিন পরিচয়ও হয়ে গেল। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। সারা মুখ জুড়ে একরাশ লম্বা কালো দাড়ি। পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা লুঙ্গি। অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত দুচোখ জুড়ে কিসের যেন এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। প্রথম দেখায় কী কথা হয়েছিল এখন তা আর মনে নেই। তবে সমস্ত শরীর-মন জুড়ে কেমন যেন এক স্বর্গীয় শিহরণ অনুভূত হয়েছিল। একটা চৌম্বক আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

তারপর আরো একদিন এবং ধীরে ধীরে অসংখ্য দিন সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই মানুষটার সাথে আর ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ করেছিলাম একজন জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান আর সৎ মানুষকে। প্রত্যক্ষ করেছিলাম একজন অসম্ভব কর্মদীপ্ত নিরাভরন মানুষকে। আবিষ্কার করেছিলাম কয়েক সহস্রাধিক বাউল গানের রচয়িতা একজন সিদ্ধ সাধু আর পথের দিশারি বাঙালি মহাসাধককে। সেই আলোকিত মানুষটা ছিলেন আব্দুর রহমান চিশতী (রহঃ)। হ্যাঁ আমি সেই আব্দুর রহমান চিশতীর (রহঃ) কথাই বলছি। যার নিঃশব্দ প্রচারণাহীন দীর্ঘজীবন হার মানিয়েছিল পাহাড়ের উচ্চতাকেও। মধ্য গগনের সূর্যের মতোই জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। সৃষ্টি রহস্য, দেহ রহস্য আর প্রভুর নৈকট্য প্রাপ্তির এক দুর্লভ পথ দেখিয়ে গিয়েছেন তিনি তার কাজে আর অসংখ্য রচনায়।

এই মহান সাধক এখন আর আমাদের মাঝে দৃশ্যমান নেই। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেই পরম প্রভুর সান্নিধ্যে।

এরকম মহাপুরুষ শতাব্দীতে ক'জন আসেন তা আমার জানার কথা নয়। তবে এরকম একজন সাধক মানুষকে অনেক কাছে পেয়েও কেন জানি তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি নি।

এখন মনে হয় আবার যদি তার দেখা পাই, তবে হয়তো অনেক কিছুই খুঁজে পাবো, যা হয়তো একজন মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাতেও পাওয়া ভার। হে প্রভু, ঐ মহান সাধকের উপর বর্ষিত হোক তোমার সমস্ত শুভদৃষ্টি।

মশক ও নষ্টবাণী

সিরাজুল এহসান

খুশি-দুশ্চিন্তা কিম্বা আনমনার জন্য সোনামিয়া হোঁচট খেল কিনা বোঝা গেল না।

খুশি এজন্য যে, কাল বউ'র শাড়ি আর নিজের জন্য লুঙ্গি পেয়েছে বলে। ঈদ উপলক্ষে মীর সাহেব ঢাকা থেকে বাড়ি এসেছেন; তার বদান্যতায় এ দু'টি আবরণ বস্তু প্রাপ্তি।

দুশ্চিন্তা এ জন্য যে, দু'জনের তো কিছু হলো; কিন্তু বাচ্চা তিনটের কী হবে ? ওদের তো ছেঁড়া-ফাঁড়া তালিযুক্ত গত বছরের সেই কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। মাঝখানে শীতের পুরনো কাপড় ছাড়া আর কিছু দিতে পারে নি।

আনমনা এজন্য যে, রাত পোহালেই ঈদ। ঘরে বাড়ন্ত। ঈদে দু'টি খিচুড়ি পাকাবে সে অবস্থাও নেই। একটানা বৃষ্টির জন্য ক'দিন কাজে যেতে পারে নি। আজ সারাদিন ঈদগায় খেটেছে। জমানো পানি সেঁচেছে। ঘাস-আগাছা পরিষ্কার করেছে। চেয়ারম্যানের ইটভাটা থেকে ভাউটি এনে ছোটখাটো গর্ত ভরেছে। আগামীদিনের এবাদতের জায়গা উপযুক্ত করে তুলেছে ঘাম ঝরিয়ে।

জায়গাটা স্থানীয় পীর সাহেবের। পুরোপুরি পীর নয়— উঠতি বা নব্যপীর। উপপীরও বলা চলে। উপপীরই এখন এলাকার অনেক কিছুর নিয়ন্তা। তিনিই দু'ঈদের জামাতে ইমামতি করেন। সোনামিয়া ছুটছে উপপীরের বাড়িতে সারাদিনের মজুরি আনতে। ক'টাকা দেয় কে জানে! ওই অঙ্কের টাকা দিয়ে কী কী কিনবে ভাবছে। ঈদ উপলক্ষে উপপীরের কাছে কিছু বখশিস মনে মনে কামনা করে। আর কিছু না পারুক বাচ্চাগুলোর সামনে অন্তত একটু খিচুড়ি-সেমাই তো দিতে পারবে। বাচ্চা তিনটের খুশি মুখ কল্পনা করতে গিয়ে পথে হোঁচট খেল।

ভাবনা আর রাস্তা এক সাথে শেষ হয়। উপপীরের বাড়ির সামনে এসে পড়ে। সেখানে হালিম, মজিদ, কালামও হাজির। ওরাও সোনা মিয়ার সাথে সারাদিন কাজ করেছে।

উপপীর বেরিয়ে এলে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়। ইজ্জত-সম্ভ্রম দেখাতে তৎপর হয়। উপপীর ওদের দেখে অবাক হবার চেষ্টা করে। 'কিরে তুরা এই সন্ধের সুমায়! কী কবার চাস কয়ে ফ্যালা।' অবাক ভাব চেপে বসে ওদের চোখে মুখে। কারো মুখে রা' নেই। ক'জোড়া চোখে বিস্ময় বিনিময় হয়, অবাকের ঘোর সামলে সোনা মিয়া বলে, 'হুজুর আমাগের টাহা দেবেন না!' 'কিসির টাহা!' দ্বিগুণ বিস্ময়ের কৃত্রিমতা উপপীরের চোখে-মুখে। 'ঈদগায় সারাদিন কাম হরলাম সগলি মিলে, সেই টাহা।' ওরা সমস্বরে বলে ওঠে। উপপীরের বদনে পরিবর্তন আসে। মাথার টুপি যথাস্থানে আছে কিনা পরখ করে। কোমলতা ছড়িয়ে বলে, 'তওবা, তওবা, আস্তাগফিরুল্লাহ! আরে বেকুবের দল ইডা ধর্মের কাম। ধর্মের কামে টাহা-পয়সা নিতি অয় না। এর জন্যি পরকালে ছওয়াব পাবি, শান্তি পাবি। যা, যা, পাগলের দল কোন খানকার!' ■